নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার মুটবী গ্রামে কোরবান আলীকে গুলি করে হত্যা ও আমেনা আক্তারকে গুলিতে আহত করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ উনিশ শত একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেলওয়ার হোসেন সাঈদীকে ফাঁসির আদেশ দেয়। এ রায়কে কেন্দ্র করে সারাদেশে জামায়াতের ঘোষিত হরতালের সময় নোয়াখালী সদরের দত্তের হাট ও বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জে হরতাল সমর্থনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে কয়েকজন প্রাণ হারান। এ সংঘর্ষের রেশ ধরেই ১ মার্চ ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.৪৫ টায় নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার মুটবী গ্রামের জামে মসজিদের সামনে একই গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে কোরবান আলীকে (২৫) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১১ কর্তৃক প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার অভিযোগ ওঠে। উল্লেখ্য কোরবান আলীকে গুলি করে হত্যার পর তাঁর ভাগনে ও এলাকার লোকজন কোরবানের গুলিবিদ্ধ লাশের কাছে যেতে চাইলে র‍্যাব পুনরায় এলোপাথাড়ি গুলি চালায় এবং এতে আমেনা আক্তারসহ (১৩) অনেকে গুলিবিদ্ধ হন। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত না থাকার পরও কোরবানকে বিনা কারণে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে কোরবানের বাবার অভিযোগ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- কোরবান আলীর আত্মীয়
- প্রত্যক্ষদর্শী
- মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

চিত্র: ১ কোরবান আলী; চিত্র: ২ কোরবানের ব্যবহৃত রক্ত মাখা গেঞ্জি, পোলো শার্ট ও লুঙ্গি; চিত্র: ৩ গুলিবিদ্ধ আমেনা আক্তার।

লোকমান হোসেন(কোরবান আলীর পিতা), গ্রামঃ মুটবী, থানাঃ সোনাইমুড়ী, নোয়াখালীঃ

লোকমান হোসেন অধিকারকে জানান, কোরবান আলী পেশায় একজন বিদ্যুৎ মিস্ত্রি। ১ মার্চ ২০১৩ শুক্রবার এবং জুম্মার নামাজের দিন হওয়ায় তাঁরা মসজিদে নামাজ পড়তে যান। দুপুর আনুমানিক ১.৪৫ টায় তাঁরা মসজিদ থেকে বের হন, তখন মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসের দিকে যাবার সময় মসজিদের থেকে কিছুদুর পেরিয়ে র‍্যাব-১১ এর একটি গাড়ি থামে ও মসজিদ থেকে বের হওয়া মুসল্লীদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এতে তাঁর ছেলে ঘটনা স্থলেই মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। র‍্যাব-১১ এর সদস্যরা তাঁর ছেলেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। তিনি পরে স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে জানতে পারেন কোরবানকে র‍্যাব প্রথমে লাকসাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। সেখান থেকে আবার তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। সেখানে ময়নাতদন্ত শেষ হলে কোরবানের মৃতদেহ এ্যাম্বুলেন্সে করে মুটবী গ্রামে তাঁদের বাসায় আনার পর দাফন করা হয়। তিনি কোরবানের হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য ১০ মার্চ ২০১৩ নোয়াখালী বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১৩৯, তারিখ ১০ মার্চ ২০১৩।

সাদ্দাম হোসেন (২০) (কোরবানের ভাগনে), আহত ও প্রত্যক্ষদর্শী, মুটবী, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালীঃ

সাদ্দাম হোসেন অধিকারকে বলেন, ১ মার্চ ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.৪৫ টায় সে কোরবানের সাথে মসজিদ থেকে যখন নামাজ পড়ে বের হন তখন মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে চৌমহনীর দিক থেকে সোনাইমুড়ী বাজারের দিকে র‍্যাবএর গাড়ী যেতে দেখেন। মসজিদ পার হয়ে কিছুদুর যাবার পর কিছু লোক র‍্যাবএর গাড়ীকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়লে, র‍্যাব সদস্যরা গাড়ী থামিয়ে মসজিদ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এতে তাঁর পাশে থাকা কোরবান মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তিনি কোরবানের কাছে গিয়ে দেখেন কোরবান আর শ্বাস নিচ্ছেনা, তখন তিনি কোরবানের লাশ টেনে নেয়ার চেষ্টা করলে র‍্যাব সদস্যরা পুনরায় এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। সেসময় তাঁর পায়ে গুলি লাগে এবং স্থানীয় আরো কয়েকজন গুলিতে আহত হলে তাঁরা কোরবানকে রেখে প্রাণ ভয়ে দূরে সরে যান। তখন র‍্যাবএর সদস্যরা কোরবানকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

আমেনা আক্তার, গুলিবিদ্ধ, মুটবী, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালীঃ

আমেনা আক্তার অধিকারকে বলেন, তাঁর বাড়ী মসজিদের কাছে। ১ মার্চ ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.৪৫ টায় তিনি বাড়ীতে কাজ করছিলেন। তিনি হঠাৎ গুলির শব্দ ও অনেক মানুষের শোরগোল শুনে তাঁর বাসার উঠানে বেড়িয়ে আসেন এবং আশে পাশের

মানুষের কাছে জানতে পারেন যে, মসজিদের সামনে একজন ব্যক্তি র‍্যাবএর গুলিতে মারা গেছে। তখন হঠাৎ একটি গুলি তাঁর বাম পায়ের হাঁটুর নিচে লাগে। তিনি সোনাইমুড়ীর বজরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

এডভোকেট কাজী কবির আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, আইনজীবী সমিতি, নোয়াখালী (কোরবানের বাবার দায়ের করা মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী)ঃ

কাজী কবির আহমেদ অধিকারকে জানান, ১ মার্চ ২০১৩ সোনাইমুড়ীর মুটবীতে র‍্যাব কোরবানের হত্যাকে ভিন্ন খাতে পরিচালনার জন্য কোরবানের মৃতদেহ চিকিৎসার নামে বিভিন্ন হাসপাতাল নেয় এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তিনি বলেন এর প্রমাণ পাওয়া যায় কোরবানের চিকিৎসার ব্যাপারে র‍্যাবএর করা মামলার এজাহারের বক্তব্যে। যেখানে বলা হয়েছে যে, কোরবানের অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তাঁকে প্রথমে কুমিল্লার লাকসাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য আবার কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অথচ কোরবান ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন। যার প্রমান পাওয়া যায় লাশের সঙ্গে থাকা র‍্যাব-১১ এর এসআই বিমলের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাশ স্থানান্তরের সনদ পত্রে। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন কোরবানের মৃতদেহ র‍্যাবএর-১১ এর এসপি কামরুল ইসলামের নির্দেশে তিনি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এ্যাম্বুলেন্স (ঢাকা মেট্রোঃ চ ৭১-৬৩৪) যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

এছাড়া ২ মার্চ ২০১৩ র‍্যাবের করা মামলায় ঘটনার সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে ১ মার্চ ২০১৩ বিকেল ৩.০৫ থেকে ৪.১৫ পর্যন্ত। যেখানে ২ মার্চ ২০১৩ রাত ১২.৩৫ টায় আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের আগে শাহবাগ থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক রকিবুল হাসানের প্রস্তুতকৃত সুরতহাল প্রতিবেদনে ঘটনার সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে ১ মার্চ ২০১৩ দুপুর ১.৪৫টা। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রস্তুতকৃত কাগজে কোরবানকে হত্যার ব্যাপারে তাদের বক্তব্যের গড়মিল প্রমান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মোঃ জসিম উদ্দিন, উপ সহকারী পরিচালক, র‍্যাব-১১, আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জঃ

মোঃ জসিম উদ্দিন অধিকারকে জানান, ১ মার্চ ২০১৩ নোয়াখালীর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী থেকে র‍্যাব-১১ কে নির্দেশনা দেয়া হয়। সে অনুযায়ী ১ মার্চ ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ টায় র‍্যাবএর টহল গাড়ী নোয়াখালী সদরে টহলে যায়। সেখান থেকে বিকেল আনুমানিক ৩.০৫ টায় সোনাইমুড়ীর মুটবীতে পৌঁছালে একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাঁদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোঁড়ে ও পরে এক পর্যায়ে গুলি ছোঁড়ে। তখন আত্মরক্ষার্থে র‍্যাবএর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে র‍্যাব সদস্যদের নামে

ইস্যুকৃত শটগান থেকে ১২০ রাউন্ড গুলি ও গ্যাসগান থেকে ১৭ রাউন্ড টিয়ার সেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। পরবর্তীতে মুটবী নামক স্থানে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে প্রথমে লাকসাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন এবং ময়না তদন্ত শেষে তাঁর লাশ এ্যাম্বুলেন্স যোগে তাঁর বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে ২ মার্চ ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.০৫ টায় সোনাইমুড়ী থানায় তিনি নিজে বাদী হয়ে ৫০০/৬০০ জন অজ্ঞাত নামা লোককে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১, তারিখ ২.৩.১৩। মামলাটির তদন্ত করছেন সোনাইমুড়ী থানার এস আই মফিজুল ইসলাম।

এসআই মফিজুল ইসলাম, সোনাইমুড়ী থানা, নোয়াখালীঃ

এসআই মফিজুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, তিনি মামলাটির তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষ হবার পূর্বে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো সম্ভব নয় ।

হাসিনা বেগম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালীঃ

হাসিনা বেগম অধিকারকে জানান, ১ মার্চ ২০১৩ মুটবীতে র‍্যাবএর কোন অভিযানের ব্যাপারে তাঁর কাছে কোন তথ্য ছিল না। এমনকি সেদিন র‍্যাব সোনাইমুড়ী রোডে যে টহল দিয়েছিল, সে ব্যাপারেও তিনি কিছু জানতেন না। সোনাইমুড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসে সেদিন মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামির নায়েবে আমীর দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর রায়কে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ করতে করতে কিছু উচ্ছৃখল জনতা হামলা চালায়। সোনাইমুড়ী থানা পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ও পরে রাবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। সেই দিনই সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় র‍্যাব-১১ এর স্কোয়ার্ডন লিডার শাহেদ আহমেদ খান উপজেলা নির্বাহী অফিসে আসেন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কোন ধরনের সহযোগিতা লাগলে তাঁকে জানাতে বলেন।

সিরাজুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীঃ

সিরাজুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ১ মার্চ ২০১৩ নোয়াখালীর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য র‍্যাব-১১ কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। তিনি জানান ১ মার্চ ২০১৩ র‍্যাব কাউকে গুলি করে মেরেছে কিনা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কোন তথ্য নাই।

অধিকার এর বক্তব্য:

একটি স্বাধীন দেশে র‍্যাবএর গুলিতে নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু মানবাধিকার লঙ্ঘনের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেছে বলে অধিকার মনে করে। অন্যদিকে প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা যথা জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় র‍্যাব-১১ এর দ্বারা সংঘটিত এই গুলি করে হত্যাকান্ডের ব্যাপারে জানেন না- এই বক্তব্য তাঁদের দায়মুক্তির সংস্কৃতিকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া ৫০০/৬০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে র‍্যাব-১১ যে মামলা করেছে তা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন কারণ এর মাধ্যমে অনেক নিরপরাধ মানুষের হয়রানি হবার সম্ভবনা রয়েছে। অধিকার সরকারের কাছে অবিলম্বে কোরবান আলীর মৃত্যু ও আমেনাসহ অন্যান্য আহতদের ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

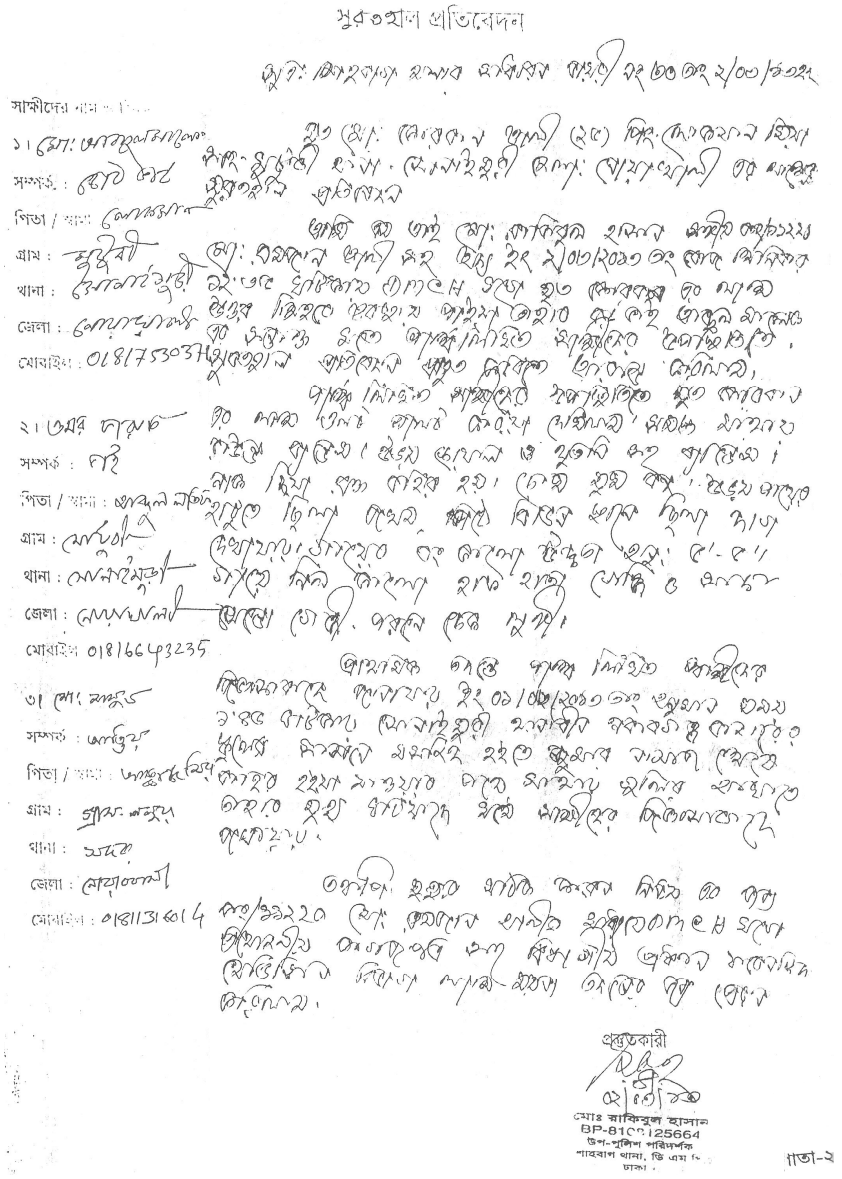

সুরতহাল প্রতিবেদনের কপি:

লাশ স্থানান্তরের সনদের কপিঃ

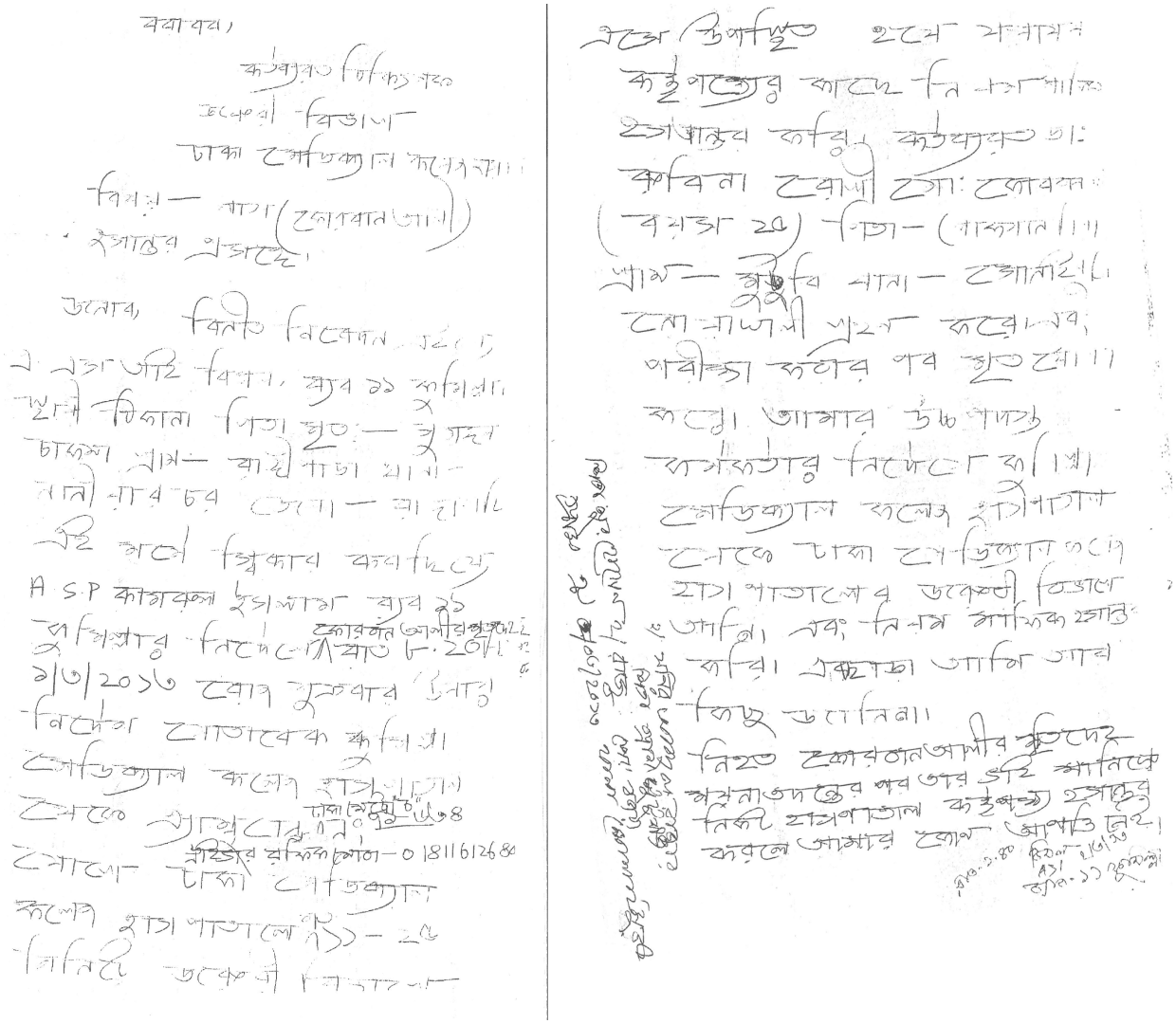

-সমাপ্ত-